Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/28/2026 2:32 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/28/2026 2:32 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

ফের ভূমিকম্প কলকাতায়, আতঙ্কে পথে শয়ে শয়ে লোক

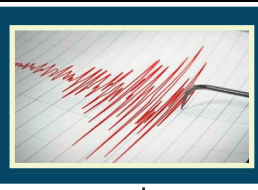

দায়িত্ব থেকে সরলেন চিরঞ্জীব, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি পার্থ

এফআইআরে নাম থাকলেও বৈধ পাসপোর্টে বিদেশ যাত্রার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না, নির্দেশ হাই কোর্টের

প্রকাশিত হল চূড়ান্ত তালিকা

নাম বাতিলে এগিয়ে বাঁকুড়া

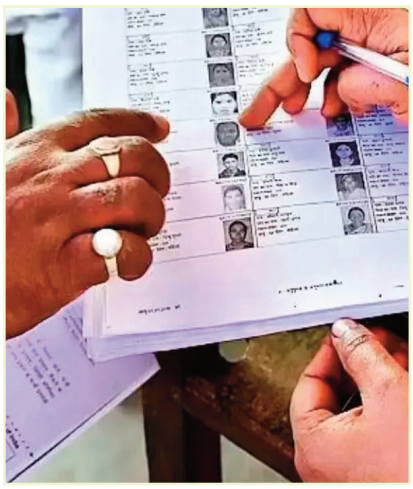

নয়া জামানা ডেস্ক রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) তালিকা প্রকাশের পর আজ শনিবার দুপুর পর্যন্ত যে তথ্য সামনে এল, তাতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। খসড়া ও চূড়ান্ত তালিকা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় নাম উঠেছে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের। আজ বিকেল ৪টে নাগাদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত জানাবেন। আপাতত দুপুর ২টো পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন। কমিশন সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতায় খসড়া থেকে ৩২০৭ জনের নাম বাদ গিয়েছে। সেখানে বর্তমানে ভোটার ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৯ জন। উত্তর কলকাতায় বাদ পড়ার সংখ্যা আরও বেশি, প্রায় ৪ লক্ষ ৭ হাজার। বাদ যাওয়ার তালিকায় নজির গড়েছে বাঁকুড়াও, সেখানে নাম নেই ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষের। আলিপুরদুয়ারে বাদ গিয়েছে ১১ হাজার ৬৯২ জন এবং হুগলিতে ১৬ হাজার। নদিয়ায় প্রায় ৬০ হাজার নাম বাদ পড়লেও এখনও ২ লক্ষ ১৬ হাজার নাম ‘বিচারাধীন’ বা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। ভবানীপুরে বাদ পড়েছে ২৩২৪ । আর বিচারাধীন রয়েছে ১৪১৫৪ । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ২৮ ফেব্রুয়ারির কাজের ভিত্তিতেই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কমিশনার জানিয়েছেন, আপাতত ৬০ লক্ষ নাম ‘বিচারাধীন’ হিসাবে রয়েছে। অর্থাৎ সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম বাদ পড়ার সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জেলাশাসকের দফতর ও বিডিও অফিসগুলোতে তালিকা পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এদিকে অশান্তি এড়াতে মালদহ, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার এই চার জেলাতে অজয় নন্দ, গৌরব শর্মা, রশিদ মুনির খান এবং সুনীল কুমার যাদব এই চারজন সিনিয়র আইপিএস অফিসারকে মোতায়েন করা হয়েছে।

নারী নিরাপত্তায় মাস্টারস্ট্রোক মমতার

রাতের কলকাতায় পাহারায় মহিলা পুলিশ

আজ থেকেই কার্যকর ‘পিঙ্ক বুথ’ ও ‘শাইনিং’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তিলোত্তমায় রাতের নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। অন্ধকার নামলে মহিলাদের পথচলা যাতে আরও নির্ভীক হয়, তা নিশ্চিত করতে শহরে দু’টি বিশেষ উদ্যোগের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সকালে সমাজমাধ্যমে তিনি নিজেই এই নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। শনিবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের বিভিন্ন মোড়ে চালু হচ্ছে ‘পিঙ্ক বুথ’ এবং বিশেষ মহিলা টহলদারি বাহিনী ‘শাইনিং’। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, এ দিন সন্ধ্যা থেকেই কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থলে কাজ শুরু করবে ‘পিঙ্ক বুথ’। এই বুথগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এখানে উপস্থিত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। নারীরা যে কোনও সমস্যায় পড়লে বা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে সরাসরি এই বুথের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, শহরে মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ দু’টি নতুন প্রকল্প চালু করছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলিতে বসছে ‘পিঙ্ক বুথ’। এগুলি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং শনিবার থেকেই প্রতি দিন সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চালু থাকবে। শহরে আমার বোনেরা যে কোনও সাহায্যের জন্য ‘পিঙ্ক বুথ’-এর মাধ্যমে মহিলা অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। কেবলমাত্র বুথেই সীমাবদ্ধ থাকছে না পুলিশের এই তৎপরতা। শহরের রাজপথে রাতের পাহারায় নামছে বিশেষ মোবাইল প্যাট্রল টিম, যার নামকরণ করা হয়েছে ‘শাইনিং’। এই বাহিনীর সদস্যরাও সবাই মহিলা অফিসার। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে, রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত ইএম বাইপাস-সহ শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টহল দেবে ‘শাইনিং’। রাতে কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরা মহিলাদের সুরক্ষা দিতেই এই উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তশনিবার রাত থেকে বিশেষ মোবাইল প্যাট্রল টিম ‘শাইনিং’ শহরের রাস্তায় ঘুরবে। রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত তারা রাস্তায় থাকবে। সম্প্রতি শহরের পুলিশ প্রশাসনে রদবদল ঘটিয়ে সুপ্রতিম সরকারকে নতুন পুলিশ কমিশনার পদে বসিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সিপি নিজে রাস্তায় নেমে নাকা চেকিং তদারকি করছেন। কখনও ছদ্মবেশে থানায় গিয়ে নজরদারি চালাচ্ছেনঋ

পুলিশের এই বাড়তি তৎপরতার মধ্যেই নারী সুরক্ষায় এই জোড়া পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আরজি করের ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, এই নতুন ব্যবস্থা তার মোক্ষম জবাব হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ত গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে কলকাতা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের তকমা পেয়ে আসছে। নতুন উদ্যোগগুলি সেই অবস্থানকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের অন্যান্য প্রান্তে যখন নারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তখন কলকাতার রাজপথে মহিলা অফিসারদের এই বাড়তি উপস্থিতি তিলোত্তমার শিরোপাকে আরও উজ্জ্বল করবে বলেই মত প্রশাসনিক মহলের।

জরায়ুমুখ ক্যানসার রুখতে তৎপর মোদি

আজ দেশজুড়ে শুরু বিনামূল্যে টিকাকরণ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মারণ রোগ জরায়ুমুখের ক্যানসার বা সারভাইকাল ক্যানসারের থাবা থেকে দেশের কন্যাসন্তানদের বাঁচাতে বড় পদক্ষেপ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার রাজস্থানের আজমেঢ়ে দাঁড়িয়ে দেশব্যাপী এইচপিভি টিকাকরণ অভিযানের সূচনা করলেন তিনি। চলতি বছরে মরুরাজ্যে এটাই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর। ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সি বালিকাদের সুরক্ষাকবচ দিতেই এই বিশেষ প্রকল্পের ঘোষণা। কায়াদ বিষ্ণু স্থলিতে আয়োজিত এক জনসভা থেকে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন মোদি।

এই মেগা ইভেন্ট থেকে রাজস্থানের জন্য ১৬,৬৮৬ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ডালি সাজিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে নগরোন্নয়ন, সড়ক, রেল এবং সেচ সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং রাজ্যপাল হরিভাউ কিষাণরাও বাগদে। এর পাশাপাশি ২১, ৮৬৩ জন যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে কর্মসংস্থানের বার্তা দিয়েছেন তিনি।বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভারতে জরায়ুমুখের ক্যানসার মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক। প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার নতুন সংক্রমণ এবং ৪২ হাজার মৃত্যু মোকাবিলায় হাতিয়ার হচ্ছে ‘গার্ডাসিল’ টিকা। সরকারি স্বাস্থ্য আধিকারিকদের মতে, এই চতুর্ভুজ টিকা এইচপিভি টাইপ ১৬, ১৮, ৬ এবং ১১-র বিরুদ্ধে লড়াই করবে। টিকাকরণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং স্বেচ্ছামূলক করা হয়েছে। আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতাল ও সরকারি মেডিকেল কলেজে এই প্রতিষেধক মিলবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্যই আগামীর ভারতের মূল ভিত্তি। প্রশাসনিক প্রস্তুতি সেরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা চত্বর। ক্যানসারমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই টিকাকরণ অভিযান এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/28/2026 2:32 PM Page 3

সতর্কবার্তা

বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা (এনডিএমএ) জানিয়েছে, সাম্প্রতিক একাধিক বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভারতে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা ও স্থানীয় স্তরের প্রস্তুতির বড় ঘাটতিকে সামনে এনে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যম-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের চামোলি তুষারধস এবং ২০২৪ সালের ওয়েনাড় ভূমিধস এই ব্যর্থতার স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।এনডিএমএ-র সংকলিত মূল্যায়নে বলা হয়েছে, চামোলির ঘটনা দেখিয়েছে যে হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। ওই বিপর্যয়ে দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ভূতাত্ত্বিক অস্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং মানব হস্তক্ষেপ মিলিয়ে এমন যৌগিক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, যা ঐতিহ্যগত প্রকৌশলগত অনুমানের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রকল্প অনুমোদনের সময় যে ঝুঁকি হিসাব করা হয়েছিল, বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক জটিল ছিল। একইভাবে ওয়েনাড়ের ভূমিধস স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সামনে এনে দিয়েছে। এনডিএমএ-র মতে, এই ধরনের একাধিক বিপর্যয় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধযোগ্য ছিল, যদি সতর্ক সংকেতগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতো। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের কথা। ২০২৩ সালে সুড়ঙ্গ ধসের আগে নির্মাণকাজ চলাকালীন অন্তত ২১ বার ছোট-বড় ধসের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রকল্পের নিরাপত্তা মূল্যায়ন ও নির্মাণপদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়নি বলে সংকলনে ইঙ্গিত করা হয়েছে।এনডিএমএ স্পষ্ট করেছে, ভবিষ্যতে বিশেষ করে হিমালয় ও অন্যান্য পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'ডায়নামিক রিস্ক মডেলিং' বাধ্যতামূলক করতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ, জলবায়ু প্রভাব এবং একাধিক বিপদের সম্ভাবনাকে একসঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা না করলে বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে। পাশাপাশি বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক, ভূকম্পন ও জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন ছাড়া বড় প্রকল্পে ছাড় দেওয়া উচিত নয় বলেও মত দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।এই মূল্যায়ন কার্যত উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃতি-সংবেদনশীল অঞ্চলে উন্নয়নের আগে বৈজ্ঞানিক সতর্কতা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়াই এখন সময়ের দাবি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ঘোরে ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ঘোরার সমস্যায় ভোগেন। চোখে ঝাপসা দেখা, শরীর দুলে ওঠা বা দুর্বল লাগা; এগুলোকে অনেক সময় আমরা ক্লান্তি ভেবে এড়িয়ে যাই। তবে চিকিৎসকদের মতে, এই উপসর্গ বারবার হলে তা শরীরের ভেতরের কোনও সমস্যার সংকেত হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের দাবি, সকালে মাথা ঘোরার অন্যতম প্রধান কারণ রক্তচাপের ওঠানামা। ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপ সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে। এতে মাথা ঝিমঝিম করা বা পড়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হয়। যাঁদের রক্তচাপ কম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।এছাড়া শরীরে জলের ঘাটতিও একটি বড় কারণ। রাতে দীর্ঘ সময় জল না খাওয়ার ফলে শরীর কিছুটা ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। ফলে সকালে উঠে দুর্বল লাগে এবং মাথা ঘোরে।

চিকিৎসকেরা তাই পরামর্শ দেন, ঘুম থেকে উঠে ধীরে বসে এক গ্লাস জল খাওয়া উচিত।রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলেও এমন সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সকালে খালি পেটে মাথা ঘোরার ঝুঁকি বেশি। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মাথা ঘোরে।

রঙের উৎসবে আকণ্ঠ মদ্যপান

সহজেই নেশা কাটান এই উপায়ে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দোলের দিন বন্ধুদের সঙ্গে পার্টির প্ল্যান? আর পার্টি মানেই 'লাল' জলের ব্যবস্থা থাকবেই। সেদিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে পরদিন অফিস যাওয়া বা কাজ করা বেজায় চাপের বিষয়। কিন্তু এদিকে অকারণ ছুটিও নিতে চাইছেন না? তাহলে জেনে নিন কী করলে সহজেই নেশা কাটবে পরদিন।

কলা ঃ মদ্যপান করার পরদিন কলা খান। এই ফলে পটাশিয়াম থাকে। ফলে অতিরিক্ত মদ্যপানের পর শরীরে যখন খনিজ উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেটাকে ফেরাতে এই ফল সাহায্য করে।

ডিম ঃ ডিম খান। সে সেদ্ধ করে হোক বা ভেজে। ডিম লিভারকে ডিটক্সিফাই করে, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রোটিন থাকে। আগের দিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে পরদিন সকালবেলা ঠেসে জলখাবার খাবেন না। বরং হালকা টোস্ট জাতীয় কিছু খান। পাউরুটি অ্যালকোহল শুষে নিতে সাহায্য করে। মদ্যপান করে পরদিন ভুলেও চা কফি খাবেন না। ক্যাফেন শরীরে অস্বস্তি বাড়ায়। উপকার করার বদলে অপকার করবে। ডাবের জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান রয়েছে। দোলের পার্টির পরের দিন চা, কফি না খেয়ে বরং ডাবের জল খান। বেশি পরিমাণে জল খান। মদ খেলে শরীর দিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। ফলে সেই সময় শরীরকে ঠিক রাখতে সঠিক হাইড্রেশনের প্রয়োজনীয়তা আছে। মদ্যপান করার পরদিন সকালে ভাল করে স্নান করুন। এতে ক্লান্তি ভাব কাটবে। কাটবে নেশাও। খুব ভাল হয় যদি উষ্ণ গরম জলে স্নান করেন। আদা খেতে পারেন। আদা খেলে বমি ভাব, নার্ভাসনেস কাটে, মাথা ব্যথা কমে। আদার রস বের করে মধু দিয়ে খেতে পারেন। লেবু জল খান। ঈষৎ উষ্ণ গরম জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলে সেটা খান। মদ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর খেলে নেশা সম্পূর্ণ কেটে যায়। পুদিনা পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল পান করুন। এতে গ্যাস হবে না। অম্ল আরাম হবে। কাটবে নেশাও।পরদিন অফিস থাকলে সন্ধ্যায় আসর জমানোর বদলে দুপুরে পার্টি সেরে নিন। তাহলে গোটা বিকেল, রাত বিশ্রাম করার সময় পাবেন।

নিজেকে সুন্দর দেখাতে ভুলেও এই ইঞ্জেকশন নয় !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ওজন কমিয়ে একেবারে ছিপছিপে চেহারায় ধরা দিয়েছেন জনপ্রিয় কমেডিয়ান ঐশ্বর্য মোহনরাজ। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি জানান, মাত্র ছ'মাসে নিজের ওজন ৭৪ কেজি থেকে কমিয়ে ৫২-তে নামিয়ে এনেছেন তিনি। এই অসাধ্য সাধনের চাবিকাঠি ছিল 'মৌনজারো'-র মতো কিছু বিশেষ ইনজেকশন। কিন্তু বাহ্যিক এই ঝকঝকে রূপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক যন্ত্রণার কাহিনি। ঐশ্বর্য নিজেই জানিয়েছেন, এই মেদ কমানোর লড়াইয়ে তাঁকে লড়তে হয়েছে অসহ্য বমিভাব, শারীরিক অস্বস্তি এমনকী মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়ার মতো কঠিন কিছু সমস্যার সঙ্গে।ঐশ্বর্যের এই ঘটনা সামনে আসতেই নতুন করে তর্কে মেতেছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মুম্বইয়ের পিডি হিন্দুজা হাসপাতালের চিকিৎসক মনোজ ভারুচা সাফ জানিয়েছেন, এই ধরনের ওষুধ কোনও 'বিউটি ট্রিটমেন্ট' বা সাজগোজের প্রসাধন নয়। এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ, যা শরীরের বিপাক প্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকের কড়া নজরদারি ছাড়া এগুলি ব্যবহার করা মানেই বিপদ ডেকে আনা।

চিকিৎসক ভারুচার মতে, স্রেফ পছন্দের পোশাকে নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করা একেবারেই অনুচিত। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক মাপকাঠি রয়েছে ঃ যাঁদের বিএমআই ৩০ বা তার বেশি, অর্থাৎ যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় স্থূল।যাঁদের বিএমআই ২৭-এর বেশি এবং সঙ্গে ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা পিসিওএস-এর মতো সমস্যা রয়েছে।বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয়দের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা আরও বেশি। কারণ, আমাদের এই অঞ্চলে ওজন কম থাকলেও শরীরে মেদ জমার এবং ইনসুলিন প্রতিরোধের প্রবণতা বেশি থাকে।চিকিৎসকদের মতে, ওজন কমানো আর রোগের চিকিৎসা- এই দুটোর মধ্যে ফারাক বোঝা খুব জরুরি। 'মৌনজারো' মূলত তৈরি করা হয়েছিল টাইপ-২ ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য। অন্যদিকে 'জেপবাউন্ড' বা 'উইগোভী'র মতো ওষুধগুলি ওজন কমানোর কাজে লাগে। কিন্তু এগুলি কোনও সাময়িক ম্যাজিক নয়। বিয়েবাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠানের আগে কয়েক কেজি কমানোর জন্য এগুলি তৈরি হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ফলাফল ধরে রাখতে এই চিকিৎসা সারা জীবন চালিয়ে যেতে হতে পারে। ভুলবশত বা নিজের ইচ্ছামতো এই ইনজেকশন নিলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। চিকিৎসক ভারুচা কড়াভাবে জানিয়েছেন, তিনটি ক্ষেত্রে এই ওষুধ একেবারেই নিষিদ্ধ ঃ

১) গর্ভাবস্থা ঃ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২) প্যানক্রিয়াটাইটিস ঃ যাঁদের অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহের সমস্যা আছে।

৩) ক্যানসার ঃ বিশেষ ধরনের থাইরয়েড ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে এই ওষুধ ভুলেও ছোঁয়া উচিত নয়।

পরিশেষে চিকিৎসকের পরামর্শ, ডায়েট এবং শরীরচর্চার পাশাপাশি যদি ওষুধের সাহায্য নিতেই হয়, তবে সবার আগে দরকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/28/2026 2:32 PM Page 4

কিশোর অপহরণের অভিযোগে রণক্ষেত্র, পুড়ল গাড়ি, ধৃত ৪

নয়া জামানা, লালগোলা ঃ রমজানের আবহে গভীর রাতে কিশোর অপহরণ চেষ্টার অভিযোগে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের শীতেশনগর এলাকা। শুক্রবার রাতে তিন কিশোরকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ব্যাপক বেগ পেতে হয়। ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে লালগোলা থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে যখন এলাকার মানুষ তারাবির নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় একটি সন্দেহভাজন কালো রঙের স্করপিও গাড়ি শীতেশনগর গ্রামে প্রবেশ করে।অভিযোগ, গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা আচমকাই রাস্তা থেকে তিন কিশোরকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে।

কিশোরদের চিৎকার এবং অস্বাভাবিক গতিবিধি দেখে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে যান। গ্রামবাসী ও পথচারীরা একজোট হয়ে গাড়িটিকে ঘিরে ফেলেন।গাড়িটি পালানোর চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা সেটিকে আটকে ফেলেন। চালকসহ গাড়িতে থাকা চারজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে জনতা। এর পরেই উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। উত্তেজিত জনতা প্রথমে গাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং পরবর্তীতে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা গাড়ির লেলিহান শিখায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জনতা ধৃতদের গণধোলাই দেওয়ার চেষ্টা করলে এলাকায় তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লালগোলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে চারজনকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

জনতাকে শান্ত করতে পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। বর্তমানে এলাকায় পুলিশি টহল জারি রয়েছে এবং নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, আটক চারজনকেঘটনার পর থেকে শীতেশনগর এলাকায় চাপা উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে।

সাঁওতালি বোর্ড ও পার্শ্ব শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে পথ অবরোধ

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন এবং স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের দাবিতে উত্তাল পুরুলিয়া। শনিবার সকাল ৬টা থেকে রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের সাঁতুড়ি থানার বেনাগড়িয়া মোড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধ শুরু করেছে একাধিক আদিবাসী সংগঠন। এর ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি, পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালি মাধ্যমের প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবিলম্বে পার্শ্ব শিক্ষক হিসেবে স্থায়ীকরণ করতে হবে। পাশাপাশি, সাঁওতালি শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে।

সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও সরকার তাঁদের দাবি পূরণে কর্ণপাত করেনি, যার ফলে এই চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।অবরোধের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁতুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না ঘটে, সে জন্য এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবিতে অনড় থাকায় পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। রাজ্য সড়কের ওপর সারিবদ্ধভাবে লরি ও যাত্রীবাহী বাস দাঁড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হন।

মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত রুখতে তৎপর বনদপ্তর

সার্চ লাইট বিতরণ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ বনসংলগ্ন এলাকায় ক্রমবর্ধমান বন্যপ্রাণীর উপদ্রব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল বনদপ্তর। উত্তর খট্টিমারির বিবাদী সঙ্ঘ ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি-র সদস্যদের হাতে সার্চ লাইট তুলে দেওয়া হয়। বনদপ্তরের শেয়ার মানি তহবিলের অর্থে আয়োজিত এই কর্মসূচির আওতায় মোট ২১৫ জন সদস্য একটি করে সার্চ লাইট পান। সম্প্রতি এলাকায় বাঘের আক্রমণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা জোরদার করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরিজিৎ বসু, এডিএফও, জলপাইগুড়ি বন বিভাগ। তিনি জানান, প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার লাইট বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন,মোটামুটি ২১৫ জন জেএফএমসি সদস্য উপকৃত হবেন। যেহেতু এনারা ফ্রিঞ্জ ভিলেজে বসবাস করেন, তাই এখানে মানব-প্রাণী সংঘাত খুবই প্রকট। একটি সার্চ লাইট থাকলে দূর থেকে বড় কোনও বন্যপ্রাণীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এতে তাঁদের নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে।বনদপ্তরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এই কর্মসূচি শুধু উত্তর খট্টিমারিতে সীমাবদ্ধ নয় সমস্ত ফরেস্ট ভিলেজের জেএফএমসি সদস্যদের জন্য শেয়ার মানির অর্থ ভাগ করে একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই এলাকায় গত কয়েক মাসে একাধিক বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি বাঘের হানায় গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর একটি চোখ এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি বলে জানা গেছে এছাড়াও, একাধিক কৃষক বন্য শূকরের আক্রমণে আহত হয়েছেন। ফসল রক্ষার সময় আচমকা হামলার শিকার হয়ে অনেকেই জখম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিগত সময়গুলিতে হাতির হানায় একাধিক প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে এলাকায়।মাত্র গত ছয় মাসের মধ্যেই বাঘ ও বন্য শূকরের আক্রমণে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানান। ফলে বনসংলগ্ন গ্রামগুলিতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সার্চ লাইট বিতরণ কর্মসূচিকে স্থানীয়রা স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাতের অন্ধকারে বন্যপ্রাণীর গতিবিধি আগে থেকে শনাক্ত করা গেলে বড় দুর্ঘটনা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রধান সোনাবালা রায়, মলয় রায় (তৃণমূল কংগ্রেসের ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক সভাপতি), তৃণমূল নেতা বাবলু রায় এবং অমল কুমার রায়। স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্যে উঠে আসে একটাই বার্তা বন ও মানুষকে সহাবস্থানে রাখতে হলে নিরাপত্তা ও সচেতনতা দুটোই জরুরি। উত্তর খট্টিমারির এই উদ্যোগ তাই শুধুমাত্র লাইট বিতরণ কর্মসূচি নয়, বরং বনদপ্তর ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বনাঞ্চল সংলগ্ন মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ ।

হাসিমারায় ঘাতক গাড়ির ধাক্কায় ৪ চা শ্রমিকের মৃত্যু

রণক্ষেত্র এশিয়ান হাইওয়ে

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ হাসিমারায় এশিয়ান হাইওয়েতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। শনিবার সকালে এশিয়ান হাইওয়ে,৪৮-এর ১০ নম্বর এলাকায় একটি দ্রুতগতির ছোট গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ৪ জন মহিলা চা শ্রমিকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সাতজন মহিলা চা শ্রমিক একসঙ্গে বাগানের কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ছোট গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় মানুষজন দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা চারজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজনের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা ভুটানগামী এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, দ্রুত ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ওই এলাকায় কড়া যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন, যে কোন গদ্য,গল্প, প্রবন্ধ-১০০০ ,অনুগল্প-২৫০ শব্দ

লেখা পাঠান
৯০০২৯৮৯১৩২
মেল nayajamanaofficial@gmail.com

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/28/2026 2:32 PM Page 5

মালদায় গুরু নানক বাংলার বিস্মৃত অধ্যায়

আদ সাচ, যুগাদ সাচ, হেইন ভি সাচ, নানক হোসি ভি সাচদ - এই অমর বাণী শুনলেই যে যুগাদির পীরের শুভ মুখ আমাদের মনে পড়ে, হিন্দি;পাঞ্জাবি; ব্রিটিশ সিনেমায় অতি-ব্যবহৃত গুরবাণী বা গুরুর বাণীর সঙ্গে যে ভাসা-ভাসা পরিচিতি গড়ে উঠেছে সেই ছোটোবেলা থেকে, তাও স্মরণে আসে, কিংবা রাজনৈতিক খবরা-খবরের কথা যদি ভাবা যায়, তাহলে কর্তারপুর সাহিবের প্রশাসন-পরিচালনা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান আন্তঃসরকারের চলমান দ্বন্দ্বের অবগতি ফেরৎ আসে। কিন্তু যাঁর আদর্শে এই 'সৎ নাম ওঙ্কার' নৈবেদ্য স্বরূপ বন্দিত, তাঁর পরিচিতি আজ কেবল একটি জাতির ধর্মগুরুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি তাঁর জন্ম-মৃত্যু ব্যাতিরেকেও তাঁর কর্মাদর্শ বা জীবনচর্চা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে দেখা যাবে; তাঁর নিজ জাতিও তাঁকে অনেকটাই ভুলে গিয়েছে। (মালদায় গুরু নানক) লালা, রিনপোচে, ঋষি, ভালি, সৎগুরু, ফুসা, গুর-পরমেশ্বর নামে যে মানুষটি দেশে দেশে পূজ্য, আজও তাঁর উপাসনা আবদ্ধ কিছু বেঁধে দেওয়া নিয়ম ও রীতি-নীতিতে। তাঁর সৎনামের সার্থকতা, তাঁর জীবন-ইতিহাস জানার তাগিদ বা ইচ্ছে আমাদের কারোরই নেই। বাঙালির ঠাকুর, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, শৈশবে পাঞ্জাবের অমৃতসরে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর হারমিন্দর সাহিবের পরিক্রমা ফলপ্রসূ হয়েছিল তাঁর বৃহত্তর জীবনের দর্শনচিন্তায়, 'গুরু গ্রন্থ সাহেবের' শ্লোকের আবৃত্তি তাঁর শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই মঙ্গলকীর্তনগুলিই পরবর্তীকালে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ব্রাহ্ম সংগীত রচনায়। যে বর্ণহীন, বৈষম্যমুক্ত সমাজের কল্পনা বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের সম্পাদ্য হিসেবে ধরা হয়, তাঁর মূল গেঁথে গিয়েছিলেন অখণ্ড-পাঞ্জাবের তালবন্দি গ্রামের হিন্দু ক্ষত্রিয় ঘরে জাত এক উদাস সাধক, নানক মেহতা। (মালদায় গুরু নানক) মুসলিম অধুষ্যিত এলাকায়, গুরুর আগমনের খবর পেয়েই, তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করেন সে সময়কার মালদার বড়ো ভূপতি-মহাজন, রামদেব বাবু। কথিত আছে, সে সময় মালদায় হামেশাই পীর-ফকিরদের সমাগম হলে সবাই রামদেববাবুর সমাদৃত হতেন। গুরু নানক দেবজিও গঙ্গা-পাশের এই পোতাশ্রয়ে টানা তিনমাস আশ্রয় নিয়েছিলেন।ধ্যান-আগ্রহী এবং পরমেশ্বরবাদ সম্পর্কে কৌতূহলী, তালবন্দির এই ছোটো নানকের মধ্যে খুব কম বয়স থেকেই একইরকম কিছু বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো, যা আর পাঁচজন আধ্যাত্মিক কিংবা বহুবিদ্যা বিশারদদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শিশুকাল থেকেই ; গার্হস্থ্যে অনাগ্রহ, সংসারজীবনে উদাসীনতা ও কেবল সংসার-মূলার্থ নিয়েই চিন্তা। এমনকি, ষোড়শে বিয়ে সম্পন্ন করার পরেও, নানক চিরকাল ঘর-বিমুখই থেকেছেন, রাঙ্গ স্তায়-ঘাটে-কর্মস্থলে প্রায়শই বিভোর থাকতেন ঈশ্বর-চিন্তায়; অলৌকিক কিছু কাজের বিবরণ তার 'জানামসখী'-তে বিবৃত। কিন্তু এই লেখার প্রশ্ন হলো; যখন নানককে এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসেবে, ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করে এখন প্রচারে আনা হচ্ছে, তখন কেন তাঁর জীবন, দার্শনিক ভাবনা এবং কার্যকলাপের গভীর ও পরিপূর্ণ অধ্যয়নকে কেন্দ্র করে কোনও বাস্তবচর্চা বা আলোচনার আয়োজন করা হচ্ছে না? তাঁকে নিছকই এক প্রতীকী চরিত্রে

পরিণত করে প্রচারের মোড়কে ব্যবহার করা হলে, তাঁর প্রকৃত ভাবনার শক্তি তো আড়ালেই থেকে যায়। (মালদায় গুরু নানক)বিশ্ব-সংগীতের রচয়িতা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে), এই নানক চিরকাল বাহ্যিক আড়ম্বর-এর বিরোধিতা করে এসেছেন, বিগ্রহ-অর্চনার থেকেও সাচ্চা-জাপের অনুরোধ করে এসেছেন তাঁর শিখদের (শিষ্যদের) কাছে। একবার জগন্নাথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, মন্দিরপ্রাঙ্গনের অদূরে দাঁড়িয়ে শেষ সূর্যালোকে গেয়েছিলেন নিজ ভক্তি-রাগ। শৈশব থেকেই নানকের হৃদয়ে ভক্তিগীতি ও লোকভজনের সুর গভীরভাবে দোলা দিত, যা যৌবনকালে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে। (মালদায় গুরু নানক)চোদ্দোর দশকে ঘর ছেড়ে ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধানে সুলতানপুর থেকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান কুরুক্ষেত্র-দিল্লি-হরিদ্বার-অযোধ্যা-বারাণসি থেকে সুদুর বাংলাদেশ অবধি। এই দীর্ঘ ভ্রমণ শিখেদের মধ্যে 'উদাসী' নামে সর্বজনবিদিত কিন্তু স্বল্পজন-অন্বেষিত। নানকের উদাসীর বা এই ভব-ভ্রমণ নিয়ে যেসব লিপিবদ্ধ লেখা রয়েছে, সেগুলিতে অত্যুক্তি রয়েছে তাঁর বাণী ও ধর্মোপদেশের। কিন্তু তাঁর যাত্রাপথে কোথায় কী ঘটেছিল, কাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁরা নানকের চিন্তা-উপলব্ধিতে কী প্রভাব এনেছিল ; সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ। গুরু নানকের চার উদাসী কিংবা তাঁর পরবর্তী ধর্মগুরুদের উদাসী সম্পর্কে, যে উদাসীনতা- তা কি সম্পূর্ণ জাতিগত না এটা একটি ভারতীয় মজ্জাগত ইচ্ছাকৃত মৌলিক সমস্যা?

উদাসী ভ্রমণের সূত্রে জানা যায়, গুরু নানক যখন অযোধ্যা ও বারাণসি পেরিয়ে গয়া পৌঁছান, সেখানে তিনি অবশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু ও কিছু অনুগামীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, বৌদ্ধ সহিষ্ণুতা ও ভাবনার গভীরতায় তিনি নিজেকে আরও ঋদ্ধ ও পরিশীলিত করে তোলেন। (মধ্যযুগে ইসলামী আক্রমণে উত্তর ভারতে বহু বৌদ্ধ বিহার, মঠ এবং শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়, অনেক ভিক্ষু ধর্মান্তরিত হন, আবার কেউ কেউ উত্তরে পাহাড়ি অঞ্চলে বা দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে যান)। পাটনার কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে হরিহর ক্ষেত্র মেলায় গুরু নানক তাঁর জীবনদর্শনের বাণী শুনিয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেন, এই মেলা আজ সোনপুর মেলা নামে খ্যাত।

এখনকার পুরাতন মালদার নিমসরাই পল্লির মধ্যে মার্বেলের এক সৌধ স্থাপন করা হয় গুরুর আগমনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে- যার বর্তমান নাম 'গুরুদ্বারা নিম সরাই' বা 'শ্রী প্রয়াগ সাহিব'। এখনও এখানে গুরুর ব্যবহৃত 'তাম্বে কে কড়া' (তামার কলসি), পাথরের স্নানচৌকি, এবং গুরু তেগ বাহাদুরের 'শয়নদ্রব্য' সংরক্ষিত আছে।

তাঁর প্রথম উদাসী ভ্রমণে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন বিহার হয়েই। বাংলায় প্রবেশের পর, বহু স্থান-তীর্থ পরিদর্শনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তিনি সরাসরি মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিহারের হাজীপুর পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের ছোটো একটি জনপদ পূর্ব-মালদায় পৌঁছান গুরু নানক, তৎকালীন মালদা-মুর্শিদাবাদ-দিনাজপুর খ্যাত মুসলিম ধর্মগুরুদের সান্নিধ্যের আশায়। সনাতন ও ইসলাম ধর্মের উপমা ও সঙ্গে তারতম্য জানার চেষ্টা যেন তাঁর ছোটোবেলার একাধারে গুরমুখী ও ফার্সি শিক্ষারই ধারাবাহিকতা, যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'এক ওঙ্কার'-এরই উপলব্ধি।

শিখ ধর্মসাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের আগ্রহের অভাবে, গুরু নানকের উদাসী সময়ের নথিপত্রের ঘাটতি নিয়ে সেভাবে কেউ প্রশ্ন তোলে না। এমনকি মালদার যেসব পুণ্যস্থানে গুরু নানক বা এক শতক পরে, নবম গুরু তেগ বাহাদুর পদস্পর্শ করেন, সেগুলিরও কোনো বিস্তারিত বিবরণ নেই। তাই ইতিহাসবিমুখ বাঙালি অলৌকিক কথাকে মুখে মুখে ছড়িয়ে, তাকেই হয়তো ইতিহাসে রূপান্তর করেছে। তবুও যৎসামান্য নথি থেকে যা উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি মালদা ও গুরু নানকের মধ্যে এক গৌরবময় অতীত সংযোগেরই ইঙ্গিত দেয়।

বিহারের কান্তনগর ও কার্গোলার পর, মালদায় গুরুর শুভাগমন হয়েছিল, সেকালের 'শর্বরী' বা 'শিব-বরি' নামক এক ছোট জনপদে, মালদার 'মানিকপীরের' গ্রামের অনতিদূরে। মুসলমান সাধুপুরুষ, নুর-কুতুবের পুত্র হজরত আনোয়ার সাহেব গৌড়াধিপতি গণেশের আদেশে সুবর্ণগ্রামে নিহত হলে, তাঁকে এখানে সমাধিস্থ করা হয় এবং ভবিষ্যতে এটি মাজারে রূপান্তরিত হয়। এই মুসলিম অধুষ্যিত এলাকায়, গুরুর আগমনের খবর পেয়েই, তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করেন সে সময়কার মালদার বড়ো ভূপতি-মহাজন, রামদেব বাবু। কথিত আছে, এই রামদেববাবুর প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে আমবাগান ছিল এবং সে সময় মালদায় হামেশাই পীর-ফকিরদের সমাগম হলে সবাই রামদেববাবুর সমাদৃত হতেন। গুরু নানক দেবজিও গঙ্গা-পাশের এই পোতাশ্রয়ে টানা তিনমাস আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে সময় মালদহের সাধারণ জনজীবনে চলছিল নানান সমস্যা ; আর্থিক অনটন থেকে শুরু করে কালো জাদুর ভয়াবহতা। মালদহের সাধারণ মানুষের মধ্যে মুসলিম 'তাবিচ' ও ঝাড়ফুঁকের প্রতি বিশ্বাস ও ভয়, দুই-ই মহামারীর রূপ নিয়েছিল।

মালদা-দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ, এককালে তৎকালীন ভারতের বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায়, হাজার বছরের ইতিহাস খুঁজলে উঠে আসবে হজরত মহম্মদ-বুদ্ধ-চৈতন্য-সনাতনী-ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান কত কত ঐতিহাসিক ধর্মীয় যোগসাধন।

এই সময় নানক এখানে এক ক্যুো খনন করেন ও ইস্তেহার দেন, 'সচ্চে বাদশাহ'র নামজপ করলে ও শুভ মনে এই জল পান করলে, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র বা কুহকের প্রভাব তার উপর পড়বে না। এই 'অমৃতকুয়ো'-র জল পান/ দিয়ে স্নান করে (চাখনা) এলাকার বহু মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হতে থাকে বলে শোনা যায় এবং এই চমৎকারের পর থেকেই, গুরু নানকের প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পায়। এখনকার পুরাতন মালদার নিমসরাই পল্লির মধ্যে মার্বেলের এক সৌধ স্থাপন করা হয় গুরুর আগমনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে- যার বর্তমান নাম 'গুরুদ্বারা নিম সরাই' বা 'শ্রী প্রয়াগ সাহিব'। এখনও, এখানে গুরুর ব্যবহৃত 'তাম্বে কে কড়া' (তামার কলসি), পাথরের স্নানচৌকি, এবং গুরু তেগ বাহাদুরের 'শয়নদ্রব্য' সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এত বড়ো এক কিংবদন্তির আগমনের প্রমাণ বা নথি কি শুধু এতটুকুই? গুরু গ্রন্থ সাহেবের গৌরী মহল্লা ১-এ মালদায় গুরু নানকের বলা কিছু ধর্মোপদেশ ও বাণী লিপিবদ্ধ আছে। তার প্রথম ছত্রের বাণীতেই হয়তো এই উদাসীন ভাবনার একপ্রকার সমর্থন পাওয়া যায়। আমবাগানে ধ্যানস্থিত নানক গাইছেন, জমিদার রামদেব বাগানভ্রমণে বেরিয়ে প্রত্যক্ষে শুনে চলেছেন বিভোর হয়ে, তচোয়া চন্দনু অঙ্কি চড়াবহু, পাট পাটাম্বার প্যাহেরী হান্ডাবহু, বিনু হরি নাম কাহা সুখু পাবহুদ - বাহ্যিক সাজসজ্জা ও বিলাসিতার আতিশয্য ছেড়ে হরির নাম জপি, এতেই শান্তি, এতেই সুখ। তিনমাসব্যাপী এই সৎনামে বিভোর ছিলেন জমিদার রামদেববাবু ও এলাকার গ্রামবাসীরা, এরপরে গুরু ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মালদার ইতিহাসচর্চা সম্পর্কিত যা কিছু প্রকাশনা, তাঁর মধ্যে ভ্রমণ-কথাই বেশি, ইতিহাস উপাদান অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মালদা-দিনাজপুর-মুর্শিদাবাদ, এককালে তৎকালীন ভারতের বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায়, হাজার বছরের ইতিহাস খুঁজলে নানা ধর্মের গুরু, আচার, রীতি এবং পারস্পরিক সংস্কৃতি বিনিময়ের অনেক নজির সামনে আসবে। উঠে আসবে হজরত মহম্মদ-বুদ্ধ-চৈতন্য-সনাতনী-ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান কত কত ঐতিহাসিক ধর্মীয় যোগসাধন। শর্বরীর পাওয়ার হাউস লেনের, ৯০-এর দশকে সামান্য কিছু শিখ কন্ট্রাক্টরের দৌলতে আজ নিমসরাই-এর ইমারত সংরক্ষণ যেমন প্রশংসনীয়, তেমনই প্রয়োজনীয় তাঁর ইতিহাস সংরক্ষণ - যা কেবল স্থানীয় বিবরণ ও মৌখিক ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণ, বৃত্তিগত গবেষণা ও প্রকাশনার দ্বারাই সম্ভব। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।